মানবিক মুখ দুই যুবকের, মানিব্যাগ ও মোবাইল ফেরত দিল পর্যটককে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ প্রথমবার দিঘায় বেড়াতে এসে একটু অন্যরকম ঘটনার সাক্ষী থাকলেন সুব্রত ঘোষ। কলকাতার বারাসাতের বাসিন্দা সুব্রতবাবু দুইদিন আগে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে দিঘায় বেড়াতে এসেছেন। মেঘলা আবহাওয়া আর পূর্ণিমার কোটালের জোড়া ফলায় বুধবার সকাল থেকে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ। উচ্চতা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ১০-২০ ফুটের বেশি। জলোচ্ছ্বাস দেখতে সৈকত সরণীর উপর ভীড় করেন অত্যুৎসাহী পর্যটক থেকে স্থানীয় মানুষজন। সেই উত্তাল সমুদ্রের আনন্দ নিতে সকলের পর সন্ধ্যাতেও পুরানো দিঘার বিশ্ব বাংলা পার্কের সামনে বসেছিলেন বেসরকারি সংস্থার কর্মী সুব্রত ঘোষ। সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্র সন্তান। একটু রাত হয়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি করে হোটেলে ফেরার সময় ভুলে ফেলে দিয়ে যান নিজের মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন। সুব্রত ঘোষ জানিয়েছেন, মানিব্যাগে কয়েক হাজার টাকা ও এটিএম কার্ড ছিল। হোটেলে ফিরে প্যান্টের পকেটে মানি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন না পেয়ে মাথায় হাত পড়ে সুব্রতবাবুর। এই সময় তাঁর স্ত্রীর মোবাইলে ফোন করে এক আত্মীয় জানান, পার্কের কাছে তাঁর মোবাইল ও মানিব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই যুবক। জানা গেছে, কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের অযোধ্যাপুর থেকে বুধবার সন্ধ্যায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের আনন্দ নিতে গিয়েছিলেন সুমন গিরি, অসিত প্রধান নামের দুই যুবক। কাঁথির এই দুই যুবকও বিশ্ব বাংলা পার্কের সামনে বসেছিলেন।

সুমন গিরি, অসিত প্রধানরা জানিয়েছেন, মোটরবাইকে উঠতে গিয়ে পাশে মানিব্যাগ ও মোবাইল পড়ে থাকতে দেখি। তুলে দেখি ব্যাগে টাকা ও এটিএম কার্ড আছে। এই দুই যুবক জানিয়েছেন, বুঝতে পারি মানিব্যাগ ও মোবাইল হারিয়ে সমস্যায় পড়েছেন কোন পর্যটক। তাই এই মোবাইল থেকেই ফোন করে সুব্রতবাবুর পরিচিতদের সাথে যোগযোগ করে তাঁকে এগুলো ফিরিয়ে দেবার জন্যে উদ্যোগী হই।

থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তে চাহিদা মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অন্যান্য সমস্ত সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বেলদা থানার রক্তদান শিবির ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের বস্ত্রদানের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার বেলদা থানা চত্বরে থানার সমস্ত পুলিশ কর্মীদের সাথে নিয়ে আয়োজন করা হয় এই রক্তদান শিবিরের। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় নানা ক্লাব ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে শতাধিক ব্যক্তি এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, সারা রাজ্যে বেড়ে চলা গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তাঁদের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। একই সাথে এইদিন বেলদা থানার নবনির্মিত ভবনেরও উদ্বোধন করা হয়। তিনি জানান, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বেলদাতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয় ও দাঁতন ২-এ আরও একটি পৃথক থানারও প্রস্তাব রাখা হবে ও অতি দ্রুত সেই কাজগুলি সম্পন্ন হবে। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে স্থানীয় বিধায়ক প্রদ্যুৎ ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাফল্য পূর্ব মেদিনীপুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ইন্টারন্যাশনাল শোতোকান শোবুকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় সাফল্যের পরিচয় রাখল পূর্ব মেদিনীপুরের থেকে অংশগ্রহণকারী আটজন প্রতিযোগী। এদের মধ্যে চারজন এগরা ও চারজন কাঁথি মহকুমার অধিবাসী। প্রতিযোগিতায় কাতা এবং কুমি এই দুই ইভেন্টে সারা রাজ্য থেকে ২৫০ জনের এর বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। জানা গেছে, কাঁথি থেকে অংশগ্রহণকারী দীপ ঘোড়াই কুমিতে দ্বিতীয় স্থান, কাতাতে তৃতীয় স্থান এবং আকাশ ভুঁঞ্যা কাতাতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়াও দীপক কুমার মাইতি কুমিতে দ্বিতীয় স্থান, কাতাতে তৃতীয় স্থান এবং নীলাদ্রি দাস কাতাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

এগরা মহকুমা থেকে অংশগ্রহণকারী বসুন্ধরা বাগ কাতাতে প্রথম স্থান, কুমিতে তৃতীয় স্থান আর মৌমিতা রায় কুমিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এছাড়া গৌরব দাস দুটি ইভেন্টেই তৃতীয় স্থান এবং শুভময় চৌধুরী কাতাতে দ্বিতীয় এবং কুমিতেতে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগীতাটি অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণী ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে।

ঢালাই রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন

অসিত বেরা, ময়না ঃ ময়নাগড়কে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার আগেই খাল সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ময়নাগড়ের মাজার শরিফ থেকে রামমন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ঢালাই রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করলেন ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেক সাজাহন আলি, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সেক জালাল ইসলাম, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ চন্দন কুমার মন্ডল এবং ময়না রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র। একদিকে যেমন খাল খনন করে মাটি ভরিয়ে পার্ক তৈরির কাজ চলছে, অন্যদিকে ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজও শুরু হল। ময়নাগড় কবে গড়ে উঠবে পর্যটন কেন্দ্র এখন শুধু তারই অপেক্ষা। ময়না রাজপরিবারের পক্ষে সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র জানান, ময়না পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে খাল সংস্কার এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্ডীভেটি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের চন্ডীভেটিতে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। যদিও কোন পক্ষই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, সামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সাথে সাথেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল অবধি শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তবে কি কারণে এই সংঘর্ষ জানা যায়নি। অভিযোগ, এই বিবাদের জেরে রাত থেকেই এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করে দুই বিবাদমান গোষ্ঠী। এই ঘটনায় তিনজন আহত হন।

তাঁদের কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে ভর্তি করা হয়। দুই জনকে ছেড়ে দিলেও সায়েম আলি সাহা নামে একজন এখনও কাঁথি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কয়েকটি তাজা বোম উদ্ধার করে বলে এলাকাবাসীর দাবি। যদিও সেই দাবি উড়িয়েছে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সামান্য সংঘর্ষ ঘটে। উত্তেজনা তৈরি করতে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বোম ফাটানো হয়। সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এলাকায় র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে। কোনভাবে যাতে উত্তেজনা তৈরি করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কারও আহত হওয়ার কোন খবর নেই। এখনও অবধি কেউ গ্রেফতার হয়নি।

আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃত বৃদ্ধর নাম নিতাই মিদ্দা (৬৩)। এর বাড়ি এগরা থানার নেগুয়া গ্রামে। বুধবার রাতে বাড়িতে লাইনল দড়ি দিয়ে তিনি ঝুলে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের লোকেরা দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। এগরা থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

পুলিশের উদ্যোগে জলদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার উদ্যোগে ডেবরা হরিমতি হাইস্কুল এবং অর্জুনী হাইস্কুলের ডি এল এডের পরীক্ষার্থীদের জন্য জলদান শিবির খোলা হয়েছিল বৃহস্পতিবার দুপুরে। জেলা পুলিশের নির্দেশে ডেবরা থানার ব্যবস্থাপনায় চলে এই জলদান শিবির। ডি এল এডের পরীক্ষার্থীদের জন্য পানীয় জল ও বাতাসা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। দুটি জায়গাতেই ক্যাম্প করে চলে এই কর্মসূচি। তীব্র গরমে মানুষের সাময়িক তেষ্টা মেটাতে পুলিশের এই কর্মসূচি।

এগরায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি এগরা থানার সাহাড়া গ্রামে। মৃতের নাম গোবিন্দ প্রামানিক (৬৫)। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়িতে পাম্প চালাতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। এরপর পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে এগরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গণঅবস্থান তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সম্প্রতি কয়েকদিন পরপর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার জেরে পেট্রোপণ্যের দাম এখন আকাশছোঁয়া। আর এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। আর এই বিরোধিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযান এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বৃহস্পতিবার যুব তৃণমূল নেতা রমা গিরি'র উদ্যোগে একটি গণ অবস্থানের আয়োজন করা হয়েছিল। মেদিনীপুর শহরের গান্ধিমূর্তীর পাদদেশে আয়োজন করা হয়েছিল এই অবস্থান বিক্ষোভের। উপস্থিত ছিলেন রমা গিরি, সূর্য অট্ট, বিবেকানন্দ মুখার্জী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা। শতাধিক দলীয় কর্মী ও সমর্থক এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। 'আর নেই দরকার, বিজেপি সরকার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে চলে এই গণ অবস্থান। আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের পথপ্রদর্শক হবেন বলে এই সমাবেশ থেকে দাবি করা হয়।

দুদিনের সফরে দিঘায় স্ট্যান্ডিং কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ দুই দিনের সফরে দিঘায় এল বিধানসভার অ্যাসিওরেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটি। বৃহস্পতিবার এই কমিটি দিঘায় আসে। এই কমিটির চেয়ারম্যান সুজন চক্রবর্তী। কমিটির বাকি সদস্যদের মধ্যে আছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি, খেজুরির বিধায়ক রণজিৎ মন্ডল। এছাড়াও বাকী অন্যান্য বিধায়ক সদস্যরা হলেন, মিহির গোস্বামী, অপূর্ব সরকার, হীতেন বর্মন ও সব্যসাচী দত্ত। জানা গেছে, সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে কিনা দেখতেই কমিটি দিঘায় এসেছে। এদিন তাঁরা দিঘার পাশাপাশি তাজপুর, শঙ্করপুর ও মান্দারমণিতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের গতি প্রকৃতি খতিয়ে দেখেন। আজ শুক্রবার কমিটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে নিয়ে দিঘায় পূর্ত দফতরের বাংলোতে বৈঠক করবে বলে জানা গেছে।

অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের রাধামোহনপুর এলাকায় একটি অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার সকালে রাধামোহনপুর এলাকায় দুর্গামন্ডপের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে ডেবরা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে প্রকৃত কি কারণে মৃত্যু বা ওই ব্যক্তি কোথাকার বাসিন্দা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ডেবরা থানার পুলিশ। তবে দেহ ময়নাতদন্তের পর সমস্ত ঘটনার তথ্য পাওয়া যাবে বলে পুলিশের অনুমান। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পথ অবরোধ বামফ্রন্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গত দিনে পনেরোর মধ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির জেরে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু এতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। এরমধ্যেই সম্প্রতি শ্রমিক সহ পরিবেশে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চালানো ও দলিত আদিবাসী সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরের মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বামফ্রন্ট। জেলাশাসক জগদীশ প্রসাদ মিনাকে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয় বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। ঘটনায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশি হস্তক্ষেপ নজরে আসে।

চলন্ত গাড়িতে আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ বুধবার গভীর রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-এগরা রাজ্য সড়কে দেপাল হাটের কাছে চলন্ত গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এগরার দিকে আসা যাত্রী বোঝাই একটি মারুতি অমিনি ভ্যানে রামনগরের দেপাল হাটের কাছে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। তারপর স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ওই গাড়ি থেকে চালকসহ যাত্রীদের বাইরে বার করে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। গাড়িটি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কেউই হতাহত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, গাড়ির পেছনে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষতিগ্রস্থ গাড়িটিকে রামনগর থানার পুলিশ আটক করেছে।

অভিনব আবিষ্কার হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রের, মোবাইল ভিডিও কলে থ্রি-ডি টেকনলজি

দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া

মোবাইল ফোনে ভিডিও কলের ক্ষেত্রে হয় তো এক যুগান্তকারী ডিভাইস আবিষ্কারের পথে অসমের এক বাঙালি যুবক, যিনি এই মূহুর্তে হলদিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি (এইচ আই টি) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। নাম শুভাশিস কর। সদ্য একুশে পা দেওয়া শুভাশিস অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেনটেশনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ২০১৬ সালে সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফল হয়ে ভর্তি হন এইচ আই টি'তে। সাধারণ আর পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার থেকে আপাতভাবে আলাদা করার উপায় নেই শুভাশিসকে। কিন্তু কলেজের পড়ার মাঝেই তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন এক বিশেষ প্রযুক্তি 'হলোপিক ডিভাইস'। তাঁর কথায়, যা মুহূর্তের মধ্যে টু-ডি প্রযুক্তিকে বদলে দেবে থ্রি-ডি'তে, যার ফলে ফোনে ভিডিও কলিংয়ে আসবে আমূল পরিবর্তন। শুভাশিসের দাবি, এখন স্মার্ট ফোনে ভিডিও কলিং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় টু-ডি টেকনোলজি। তাঁর আবিষ্কৃত 'হলোপিক প্রযুক্তি' ডিভাইস, টু-ডি ডাইমেনশনকে মুহূর্তে বদলে দেবে থ্রি-ডি'তে। এর ফলে স্মার্ট ফোনে ভিডিও কলিং বা চ্যাটের ক্ষেত্রে অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে একদম অনুভব করা যাবে। শুভাশিস জানালেন, তাঁর কাজের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে

(এম আই টি) রিসার্চ স্কলার হিসাবে কাজের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই উড়ে যাবেন মার্কিন মুলুকে। আবেদন করেছেন পেটেন্টের জন্য। তা পেয়ে গেলেই বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আনতে চান এই ডিভাইস। যা মোবাইল ফোনের সঙ্গে যুক্ত করে নিলে বদলে যাবে ভিডিও চ্যাটিং-এর অভিজ্ঞতা। এই ডিভাইসের দাম ধার্য করেছেন চার হাজার টাকা। শুভাশিস জানান, মোবাইল ফোনের ভিডিও কলিংয়ে টু-ডি ডাইমেনশন'কে থ্রি-ডি'তে বদল করার এই প্রযুক্তি 'হলোপিক টেকনোলজি' বলে পরিচিত। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২০৫০ সালে পুরোপুরি এই টেকনোলজিকে কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু তার অনেক আগেই হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র শুভাশিস এই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে জন্ম শুভাশিসের। অসমের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে পড়েছেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়েছেন বিশাখাপত্তনমের শ্রী চৈতন্য কলেজে। তারপর ভর্তি হন এইচ আই টি'তে। পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে বলে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে কলেজ হস্টেলে থাকেন না শুভাশিস। থাকেন একটা বাড়ি ভাড়া করে। কলেজে পড়া ছাড়া বাড়িতেও সারাদিনই মেতে থাকেন নিজের গবেষণায়, যা সম্প্রতি চমকে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষকেও। এইচ আর টি'র অধিকর্তা ডঃ এম এন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁরা রীতিমতো গর্বিত শুভাশিসের এই সাফল্যে, যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এম আই টি। সামনের সপ্তাহেই তাঁর কাজের জন্য শুভাশিসকে মুম্বইয়ে ডেকে পাঠিয়েছে দেশের একটি বৃহৎ মোবাইল সংস্থা।